এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

ফেব্রুয়ারি ২০১৩

BOOK POST - PRINTED MATTER

মোবাiLL

১৮/১৪৬

মোবাইল টাওয়ার থেকে মাত্রাছাড়া বিকিরণ। বিকিরণ ভারতে। বিকিরণ নিরাপদ মাত্রার নশো গুণ। ফল, শিশু-বৃদ্ধের ভয়ানক স্বাস্থ্যহানি। নিরাপদ মাত্রা নাকি বর্গমিটারে ০.৫ মিলিওয়াট। এসব জানিয়েছে 'বায়োইনিশিয়েটিভ ২০১২'। রিপোর্ট বানিয়েছে দশ দেশের উনতিরিশ বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্যবিদ।

চাল গম চিনি পঞ্চায়েত

১৮/১৪৭

খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকা। নির্দেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের। কমিশন বলছে, খাদ্য প্রাপ্তি ও খাদ্যে পুষ্টি দুটোই অধিকারের ভেতর পড়ে।

আঁ ধার

১৮/১৪৮

সরকারি ঋণ মুকুবের সুযোগের পর চাষির দুর্দশা। দুর্দশা অন্ধ্রপ্রদেশে। ইউপিএ-র কৃষিঋণ মুকুবের সিংহভাগ সুবিধে অন্ধ্রপ্রদেশে। ছাড় ৭৭ লক্ষ চাষিকে, ছাড় এগারো হাজার কোটি। তবে ক্যাগ বলছে, এমন বিশাল সংখ্যক চাষি ছাড় পেয়েছে যাদের ছাড় পাওয়ার অধিকার নেই। ফলে অনেক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেচছে।

মেলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল

১৮/১৪৯

মেলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল থেকে ভারত অনেক দূরে। দূরে শিক্ষা ছাড়া সবকিছুতে। দূরে গরিবি ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে। লক্ষ্যবর্ষ ২০১৫-র ভেতর দারিদ্র হ্রাস অনুপাত ২৬.৭ শতাংশে যেতে হবে। এমন বলছে সরকারি রিপোর্টও।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১৮/১৫০

কম জৈব বৈচিত্র অঞ্চল সুরক্ষায় কম জোর। এমন কথা বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ কমিটির। জৈব বৈচিত্র কম এমন অঞ্চলের সুরক্ষা এড়িয়ে গেলে, ওখানে খনন বা অন্য বাণিজ্যিক কাজকর্মের ঝোঁক বাড়বে। সরকারের ওপর অনুমোদনের চাপ বাড়বে। ফলে স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী রক্ষা বা ভূজল সংরক্ষণের কাজ এই জায়গাগুলিতে বিপন্ন হবে।

নোংরা লেখা

১৮/১৫১

নর্দমার ৮০ শতাংশ জল শোধন না করে সরাসরি নদীতে। শহরগুলিতে দিনে চার হাজার কোটি লিটার নোংরা জল তৈরি হয়। যার ২০ শতাংশের শোধন হয়। এসব জানিয়েছে সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের এক রিপোর্ট।

লোভ ও লাঙ্গল ১৮/১৫২

১৯৯৯-২০০৮ অব্দি গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে বছরে আটচল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটার জমি শস্য চাষে চলে গেছে। চাষ এলাকা বাড়ায় কমছে বন্যপ্রাণীর বাস, কমছে জীববৈচিত্র। এসব জানাচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কার্যক্রমের এক প্রতিবেদন।

জলবিভাজিকা ১৮/১৫৩

মহারাষ্ট্রে আদর্শ জলবিভাজিকা। জলবিভাজিকা মহারাষ্ট্রের হাইয়ার বাজার গ্রামে। হাইয়ার বাজার রাজ্যের আহমেদনগরে। আহমেদনগরে তীব্র খরা বহুদিন। খালি জল হাইয়ার বাজারে। কারণ জলবিভাজিকা। গ্রামের ১৩শো বাসিন্দা গ্রামসভার উদ্যোগে হাজার হেক্টর জলবিভাজিকা বানিয়েছে। বাসিন্দারা গ্রামের মাটির তলা থেকে জল তোলার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাগুলি বন্ধ করেছে, ফসল নির্বাচনে রদবদল এনেছে, সেচনিবিড় আখ ও কলা ফলানো বন্ধ করেছে।এখন এখানে ভূজল সঞ্চয় বেড়েছে, অন্য ফসলের ফলন বেড়েছে।

সিলিন্ডারে কচুরিপানা ১৮/১৫৪

কচুরিপানা থেকে বায়োগ্যাস। এই বায়োগ্যাস পাওয়া যায় ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে। এই গ্যাস দিয়ে বাতি জ্বালানো যায়— রান্না করা যায়। এই গ্যাসে এলপিজি থেকে খরচ কম, ১৪ কিলোর সিলিন্ডারের দাম আড়াইশো টাকা।

ভালো টমেটো ১৮/১৫৫

কচুরিপানা থেকে বায়োগ্যাস। এই বায়োগ্যাস পাওয়া যায় ২৪ ঘণ্টার কম সময়ে। এই গ্যাস দিয়ে বাতি জ্বালানো যায়— রান্না করা যায়। এই গ্যাসে এলপিজি থেকে খরচ কম, ১৪ কিলোর সিলিন্ডারের দাম আড়াইশো টাকা।

সলিল সমাধি ১৮/১৫৬

মেক্সিকোয় নরম পানীয়ের ব্যবহার বেশি। এই হিসেব ১৫টি অতি-জনসংখ্যার দেশের নিরিখে। নরম পানীয়ের ব্যবহার বেশি হওয়ায় মেক্সিকোয় মৃত্যুহার বেশি। মৃত্যুহার বিশ্বে সর্বোচ্চ ,মিলিয়ন জনসংখ্যায় ৩১৮। উচ্চমাত্রায় শর্করা এই মৃত্যুর কারণ। তবে নরম পানীয়ের সঙ্গে ফলের রসও আছে। এসব বলা হয়েছে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের ২০১৩-র আলোচনাসভায়।

স্যালাইন চলছে... ১৮/১৫৭

স্যালাইন বোতলে সেচ। সেচ মধ্যপ্রদেশে। সেচ মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলায়। কৃষকের নাম রমেশ বারিয়া। ঝাবুয়ায় জলের টান বেশ। তাই স্যালাইন বোতলে ও টিউবে বিন্দুসেচ, বিন্দুসেচে শিকড় ভিজিয়ে রাখা। এইভাবে কাজ করে গত মরশুম থেকে এখন অব্দি ১৫,২০০ টাকা লাভ হয়েছে। বারিয়ার এই কাজের সঙ্গে আছে ন্যাশনাল এগ্রিকালচার ইনোভেশন প্রজেক্ট।

.১ ১৮/১৫৮

কেবল এক প্রজাতির গাছের জঙ্গল। ক্ষতি বাস্তুতন্ত্রের, ক্ষতি হচ্ছে কার্বন ধরে রাখায়, ক্ষতি বন্যপ্রাণের খাদ্য সংকুলানে। অনেক প্রজাতির মিশ্র বনে এসব হয় না। বরং গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। নেচার কমিউনিকেশন পত্র এই খবর দিচ্ছে।

চশমা বাঁদর ১৮/১৫৯

চশমা বাঁদর কমছে। এই বাঁদর আছে ত্রিপুরা-আসাম-মিজোরামে। এই বাঁদরের চোখের চারপাশে সাদা গোল দাগ। এই বাঁদর কমছে জুম চাষ-চা শিল্প ও দেদার শিকারে। সারা বিশ্বে এখন এই বাঁদরের মাত্র ২৫টি আবাস কোনোরকমে টিকে আছে।

আবর্জ না ১৮/১৬০

মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি দূষণ। ওখানে সবচেয়ে বেশি তরল আবর্জনা। এমন বলছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ওখানে এই পরিমাণ বছরে ৪৫.১১ শতাংশ। আবর্জনা, বসত এলাকা ও কারখানা দু-জায়গা থেকেই। ফলে ক্ষতি মানুষের—ফলে ক্ষতি

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জলজ প্রাণের। মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ২০০৪-০৫-এর রিপোর্টেই নদী ও ভূজল দূষণের মাত্রা ৭০ শতাংশ ছিল। এই রাজ্যের আবর্জনা শোধন কেন্দ্রে তরল-আবর্জনার শোধন হয়।বলা হচ্ছে তারও আগে এই আবর্জনার প্রাথমিক শোধন দরকার।

শ্রী হলধর বণিক

১৮/১৬১

গ্রীষ্মমণ্ডলের পিটল্যান্ড বা জলাময় অরণ্য কমে যাচ্ছে। এই অরণ্য আছে ইন্দোনেশিয়ায়, এই অরণ্য আছে দক্ষিণ আমেরিকায়। এই অরণ্য কমছে কৃষিকাজের দরুন। এই অরণ্য কমছে বাণিজ্যিক কৃষির দরুন। ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে। এই অরণ্য জলবায়ু বদল নিয়ে আলোচনায় গুরুত্ব পাক ,এই অরণ্য নিয়ে ভাবা হয়েছে কম। এইসব কথা বেরিয়েছে নেচারের এক গবেষণাপত্রে।

কী শক্তি !

১৮/১৬২

শক্তি উৎপাদনে মিঠে জলের ব্যবহার আগামী পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ হবে। বলছে আর্ন্তজাতিক শক্তি সংস্থা। এর প্রধান কারণ কয়লা থেকে বিদ্যুৎ ও জৈব জ্বালানি তৈরি। বর্তমান জল খরচ ৬৬ বিলিয়ন ঘনমিটার। এরকম চললে ২০৩৫-এ যা ১৩৫ বিলিয়ন ঘনমিটারে পৌঁছোবে। যা কিনা আমেরিকার নাগরিক-প্রতি তিন বছরের জল খরচের বা মিসিসিপি থেকে ৯০ দিনে যতটা জল বেরিয়ে যার তার সমান। শক্তি সংস্থা আরো বলছে, ভাগ করে দেখলে এই জলের অর্ধেকের বেশি যায় কয়লা থেকে বিদ্যুৎ বানানো আর তিরিশ শতাংশ যায় জৈব জ্বালানিতে।

সূর্যমুখী লংকা

১৮/১৬৩

লংকা শুকোতে সৌরশক্তি। সৌরশক্তি মানে সোলার ড্রায়ার। উদ্যোগ তামিলনাড়ুর রামনাথপুরমে। এর জন্য ব্লক প্রতি লাগবে ৮০ লাখ। এরজন্য প্রস্তাব গেছে বিশ্বব্যাঙ্কের এক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে। সাড়া পেলেই কাজ শুরু হবে।

ডোরাকাটা প্রবলেম

১৮/১৬৪

তামিলনাড়ুর কালাক্কার মুন্ডুনাথুরাই ব্যাঘ্র অরণ্যে বাঘ বেড়ে যাচ্ছে। তবে বাঘ বাড়লেও তৃণভোজী বাড়েনি। তৃণভোজী বলতে গাউর, সম্বর ও ছিট হরিণ। বলা হচ্ছে, এই সংখ্যা বাড়াতে হবে। তামিলনাড়ুর বন বিভাগ এখন সেই উদ্যোগ নিচেছ।

লাক্ষাপতি ?

১৮/১৬৫

লাক্ষা চাষের নতুন গাছ। তবে একে গাছের বদলে লতা বলা ভালো। এই লতার নাম সেমিয়ালতা। সেমিয়ালতা ঝাড়খন্ডের। এই লতা বাড়ে তাড়াতাড়ি, দেড় মিটার বাড়ে ছ মাসের ভেতর। লাক্ষা চাষের চলতি গাছ কুল,পলাশ, কুসুমের বাড়তে সময় লাগে বেশি।

সেমিয়ালতার ভাবনা দিয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিউট অফ ন্যাচারাল রেসিন অ্যান্ড গামস। উদ্দেশ্য, লাক্ষার ফলন বাড়ানো, রফতানি বাড়ানো। ইনস্টিটিউট ফলন বাড়াতে নতুন কারিগরিও এনেছে। এই কারিগরিতে ঝাড়খন্ডে ফলনও বেড়েছে।

কোনো মানে হয় ?

১৮/১৬৬

প্লাস্টিক, শ্যাম্পু ও সাবানের রাসায়নিক খাবারে । এই খাবারের ভেতর পিৎজা, পানীয়, মাংস সবই আছে। এসব ঘটছে আমেরিকায়। এই রাসায়নিকের নাম থালেটস। এই থালেটস খাবারে কী করে এল সেটাই এখন ভাবার। যদিও থালেটস এখানে খাবারে নিরাপদ মাত্রার ভেতরই রয়েছে।

উদাহরণ

১৮/১৬৭

নদীপারে ব্যক্তিমালিকানায় খনি করা যাবে না। এই ফতোয়া উত্তরাখন্ডে। ফতোয়া স্বয়ং ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। আর নদীগুলি হল, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, কোশী, দাবকা ইত্যাদি। নদীপারের পরিবেশ সদা স্পর্শ-প্রবণ। এই পরিবেশের সন্তর্পণ সংরক্ষণ দরকার।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

চলবে না ! ১৮/১৬৮

ইটভাটা বিরোধী ক্ষোভ। ক্ষোভ আসামে। ক্ষোভ আসামের কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির। ক্ষোভের ফল, ইটভাটা নিয়ে নির্দেশিকা। নির্দেশিকা আসাম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। ইটভাটা থেকে দূষণ বসতির, দূষণ অরণ্যের। আশা এই নির্দেশিকার ফলে তা নিয়ন্ত্রিত হবে।

তৃতীয় উদ্যোগ ১৮/১৬৯

মহারাষ্ট্র সরকার এক জৈব কৃষি নীতি বানিয়েছে। এই নীতিতে খামার থেকে ক্রেতা পুরো ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার ঠিক করেছে রাজ্যের মোট জমির ১০ শতাংশ জৈব চাষে লাগাবে, আর ২৫ শতাংশ জমি লাগাবে জৈব চাষের নানা পরীক্ষানিরীক্ষায়। এই জন্য সরকার জৈব খাদ্যের মান বানাবে-সরকার জৈব খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণ, মোড়ক তৈরি, গুদামজাতকরণ ও বাজার তৈরির ব্যবস্থা করবে। মহারাষ্ট্রের শহরাঞ্চলে জৈবশস্যের চাহিদাবৃদ্ধিই এর কারণ।

বলিউডের সবজি ১৮/১৭০

মুম্বইয়ে ছাদে সবজিবাগান। বাগান বানিয়েছেন ড. আর টি দোশি। বাগানের আয়তন ১২০০ বর্গফুট। এই বাগানে জৈব আবর্জনা থেকেই সার হচ্ছে। সেচ লাগছে খুব কম। চুঁইয়ে আসা জল থেকে ছাদের ক্ষতি কম হচ্ছে। ছাদে আখের ছিবড়ে পুরু করে দিয়ে বেড করা হচ্ছে। আবার তেলের ট্যাঙ্ক, টায়ার ও জলের ড্রামে সবজি ফলানো হয়েছে। পোকা আটকাতে নিমের রস বা হলুদ জলে গুলে স্প্রে করা হয়েছে। এইভাবে দোশি দিনে পাঁচ কিলোগ্রাম করে ফল ও সবজি পাচ্ছেন তাঁর বাগান থেকে।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

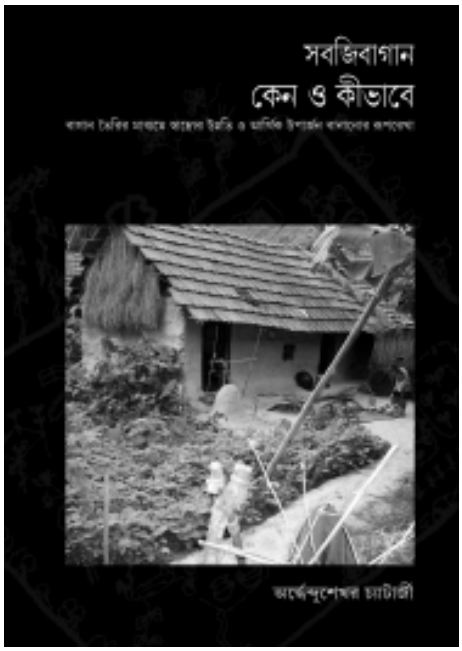

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু